The association of Adoptive Parents

Regd. Office : 517 Jodhpur Park, Kolkata- 700 068
E-mail : atmaja_calcutta@yahoo.com
Phone : (033) 2473-6911 / 2358-8306
Website : atmaja.org.in

ঃ দত্তক নেওয়ার বিষয়টি শিশুকে জানানোর ব্যাপারে কয়েকটি কথা ঃ

প্রিয় বাবা ও মায়েরা,

আপনাদের বাবা মা হওয়াকে আমরা অভিনন্দন ও স্বাগত জানাই । বাবা-মা হওয়ার আনন্দ আপনারা উপভোগ করুন, এই শুভকামনা করি ।

দত্তক সন্তানের বাবা/মা এবং 'আত্মজা'-র সদস্য হিসেবে আমরা একটা বিষয় খুব ভালভাবে বুঝতে পারছি - কি করে আমরা আমাদের সন্তানদের বলব যে আমরা তাদের দত্তক নিয়েছি ? 'আত্মজা'র এই লিফ্‌লেটের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে আমাদের অভিমত ও অভিজ্ঞতা আপনাদের জানাতে চাই । আমাদের যুক্তিগুলি ও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই ।

আমরা বিশ্বাস করি যে সন্তানকে আমরা যে দত্তক নিয়েছি সেকথা তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া উচিত । কারণ যে কোনো সম্পর্ক (যেমন বাবা-মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক) সত্যের ওপরে গড়ে ওঠা উচিত, মিথ্যার উপর নয় । সন্তান যদি হঠাৎ জানতে পারে যে তাকে আপনারা দত্তক নিয়েছেন এবং তা যদি সে জানতে পারে অন্য কারও কাছ থেকে, তাহলে সে মনে খুব আঘাত পেতে পারে । আমাদের তো সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই বাঁচতে হবে, সুতরাং সবসময়েই একটা সম্ভাবনা থাকে এই সত্যটা সন্তানের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার । তাই আমরা যদি আগে থেকেই আমাদের সন্তানকে সত্যটি বলে রাখি, তাহলে অনেক দুঃখজনক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায় ।

আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে শিশুটি যদি কোনো তৃতীয় লোকের থেকে (বাবা-মা ছাড়া) সত্যটি জানতে পারে, তার ফল অনেক সময়েই ভাল হয় না । শিশুটি অনেক সময় খুব একরোখা বা বদ্‌-মেজাজী হয়ে ওঠে অথবা নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেয় । এই দুই পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট পেতে হয় । সময়ও লাগে অনেকদিন । বাবা-মা'র প্রতি বাচ্চার বিশ্বাসেও চির ধরে, যা হয়তো সারা জীবনেও জোড়া লাগে না ।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের সন্তানকে আমরা কখন ও কিভাবে বলব যে আমরা তাকে দত্তক নিয়েছি ? এই ব্যাপারে খুব ভাল হয় কথাটা ধীরে ধীরে বাচ্চাকে বলা হলে । এটা শুরু করতে হবে বাচ্চার খুব ছোট বয়সেই । সবথেকে ভাল হয় তার যখন দু-তিন বছর বয়স অর্থাৎ স্কুলে যাওয়া শুরু করে নি, তার আগেই কথাটা তাকে বলে দিতে পারলে । যদিও অত ছোট বয়সে সে হয়তো পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না । তবে খুব ছোট থেকে এই ব্যাপারটা শুনতে শুনতে সে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার চেতনাতেও ব্যাপারটা জায়গা করে নেবে । শিশুটিকে দত্তক নেবার গল্প শুনতে শুনতে সে যখন বড় হয়, তখন সে আসল ঘটনা বুঝতে পারবে । বাড়িতে যদি "ADOPTION" বা 'দত্তক নেওয়া' কথাটা বার বার আলোচিত হয়, তাহলে সে বুঝতে পারে যে এর মধ্যে বিশেষ কোনো বড় ঘটনা নেই । এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার । সে যে পরিবারের সবার খুব আদরের এটাও সে বুঝতে পারে । আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে যে দত্তক নেওয়া শিশু অনেক সময় তাকে দত্তক নেবার বিস্তারিত ঘটনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চায় এবং তাকে সন্তান হিসেবে পেয়ে আপনারা কতটা আনন্দিত তাও সে জানতে চায় ।

আপনি 'কী' বলবেন তার থেকেও জরুরী হল আপনি 'কীভাবে' বলবেন । শিশু যদি এই ঘটনার বর্ণনায় আপনার গলায় 'উদ্বেগ' লক্ষ্য করে, তাহলে সে ঐ ঘটনা আর শুনতে নাও চাইতে পারে । সব থেকে ভাল হল আপনার শিশুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে বলা, ''আমরা তোমাকে দত্তক নিয়ে ভীষণ খুশি'' । যখন সন্তানের কোনো কাজে আপনারা খুব খুশি হয়েছেন, সে সময়ে এটা বললে ভাল হয় । বাড়িতে পরিবারের মধ্যে 'দত্তক দিবস' বা Adoption Day পালন করাও ভাল ।

একটি শিশু যতক্ষণ না বুঝতে পারে যে শিশু মায়ের পেটে জন্মায় ততক্ষণ সে ঠিকমত বুঝতে পারে না 'দত্তক' নেওয়া ব্যাপারটা কি । যখন সে মায়ের পেটে জন্মানো এবং দত্তক নেওয়ার মধ্যে তফাৎ বুঝতে শেখে (৩-৬ বছর বয়সের মাধ্যে) তখনই সে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করে । যেমন ''সব বাচ্চাই যদি মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয়, তাহলে আমি কেন মায়ের পেট থেকে জন্মেছি ?'' ইত্যাদী, ইত্যাদী । খুব সহজ-সরল ভাবে বাচ্চার প্রশ্নের সত্যি উত্তর দিতে হবে । ব্যাপারটা কঠিন বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না । বাচ্চাকে বোঝাতে হবে যে, যে মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি বাধ্য হয়েই তাকে ছেড়ে গেছেন এবং তিনি চেয়েছেন বাচ্চা যেন একটা ভাল পরিবারে বড় হয় । তাই

এখন আপনিই ওর মা এবং চিরদিনের জন্য আপনি ওর মা । সে এখন আপনাদের পরিবারেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ । এই ভাবেই শিশুটি আপনাদের নিজের বাবা-মা হিসেবে বুঝতে শিখবে । জন্মদাতা বাবা-মা সম্পর্কে শিশুর সামনে কখনও খারাপ মন্তব্য করবেন না । এতে শিশু অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে ।

'আত্মজা'র একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল দত্তক সন্তানদের বাবা-মায়েদের মধ্যে একটা যোগাযোগ তৈরী করা । আমরা সন্তাকে বড় করতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি এবং পরস্পরকে সাহায্য করার চেষ্টা করি । এইজন্য আমরা বিভিন্ন সময় 'সেমিনার', 'ওয়ার্কশপ' ইত্যাদীর আয়োজন করি । বাচ্চারাও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী করে এবং বুঝতে শেখে যে সে একা নয়, তার মতো অনেকেই বাবা-মায়ের দত্তক নেওয়া সন্তান এবং এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার । এছাড়াও বাচ্চা ও বাবা-মায়েদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন সমাজিক অনুষ্ঠান (যেমন- বাৎসরিক ভ্রমণ, পিকনিক, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, বিজয়া সম্মিলনী ইত্যাদী) পালন করি । আমরা চাই আপানারাও 'আত্মজা' পরিবারের একজন হয়ে উঠুন এবং আপনাদের বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামিল হোন ।

সকলকে ধন্যবাদ ও স্বাগত ।

'আত্মজা'